

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রতিদিন আজকের হোস্টেল মালিক মিয়া

উদ্বোধনের আড়াই বছরেও চালু হয়নি চবির দুই হল!

১৩ মার্চ, ২০১৮ ইং ০০:০০ মি:



আবাসন সংকটে ভুগছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা

মোস্তফা রানি, চবি সংবাদদাতা

উদ্বোধনের প্রায় আড়াই বছর পার হলেও চালু হয়নি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) জননেত্রী শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবাসিক হল। হল দুটোতে শিক্ষার্থীদের অ্যাটচম্যান্ট দেওয়া হলেও দেওয়া হয়নি আসন বরাদ্দ। ফলে চরম আবাসন সংকটে ভুগছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। প্রশাসনের অবহেলা কারণে হল দুটি চালু হচ্ছে না বলে অভিযোগ করছে একাধিক শিক্ষার্থী। এছাড়াও বর্তমান আবাসিক হলগুলোতে রয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অভাব, নিম্নমানের খাবার পরিবেশন ও অবাস্থাকর পরিবেশ এবং শিক্ষকদের তদারকির অভাব। জানা যায়, ২০১৫ সালের ৮ অক্টোবর ছাত্রদের জন্য ১৮৬ আসন বিশিষ্ট প্রায় ৪৫ হাজার বর্গফুটের দোতলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের উদ্বোধন করা হয়। হলটিতে দুটি লিফ্ট, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পাঠাগার, ৫০ কেতি পাওয়ারের জেনারেটর, ক্যাটিন, প্রার্থনাকক্ষসহ রয়েছে সব আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। একই সময়ে ছাত্রীদের জন্য ৫০০ আসন বিশিষ্ট প্রায় ৯৮ হাজার ৫০০ বর্গফুটের চার তলা বিশিষ্ট জননেত্রী শেখ হাসিনা হলটিরও উদ্বোধন করা হয়। হলটিতে বিড়টি পার্লার, মিনি সুইমিংপুল, দুটি লিফ্ট, দুই হাজার বর্গফুটের পাঠাগার, কমন রুম, লাঙ্গি, ইনডোর গেমসের সুবিধাসহ রয়েছে ছাত্রীদের জন্য রান্নাঘর ও প্রার্থনা কক্ষ। এর মধ্যে ৯ কোটি ৭৫ লাখ ৮৫ হাজার টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল এবং ১৫ কোটি ৭৫ লাখ ২ হাজার টাকা ব্যয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা হল নির্মাণ করা হয়।

উদ্বোধনের পর শিক্ষার্থীদের সিট বরাদ্দ না দিয়ে দেড় বছর পর ২০১৭ সালের মে থেকে দুটি হলেরই উর্ধবর্ষীয় সম্প্রসারণের কাজ শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এর মধ্যে ১৮৬ আসন বিশিষ্ট দোতলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলকে ৭৫০ আসন বিশিষ্ট ছয় তলা ভবন করা হবে। ফলে এর মোট আয়তন হবে প্রায় ১৩ হাজার ৮৪৮ বর্গমিটার। যার নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৩ কোটি ১৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। অপরদিকে ৫০০ আসন বিশিষ্ট চার তলা জননেত্রী শেখ হাসিনা হলকেও ৭৫০ আসন বিশিষ্ট ছয় তলা ভবন করা হবে। ফলে এর মোট আয়তন হবে প্রায় ১২ হাজার ৭০০ বর্গমিটার। যার নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ২৬ কোটি ৫০ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।

অন্যদিকে হল উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে শেখ হাসিনা হলের প্রভোষ্ট নিয়োগ দেওয়া হয়। কোনো ধরনের কার্যক্রমে অংশ না নিয়েই তিনি প্রভোষ্টের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করছে বলে অভিযোগ একাধিক শিক্ষকের। তবে এখনো শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রভোষ্ট নিয়োগ দেওয়া হয়নি বলে জানা যায়।

হলের দুর্ভোগের ব্যাপারে একাধিক শিক্ষার্থী জানান, বর্তমানে হলগুলোতে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী অবস্থান করছে। আমাদের ছাত্রী হলগুলোতে ২ জনের জন্য বরাদ্দকৃত রুমে ৫-৬ জন করে থাকতে হচ্ছে। এছাড়া রাজনৈতিক দখলদারিত্বের কারণে অনেককেই ক্যাম্পাসের বাইরের মেস বা কটেজগুলোতে চড়া ভাড়ায় থাকতে হচ্ছে। ফলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছে। ৫০০ আসনের শেখ হাসিনা হল চালু হলে আমাদের আর এত কষ্ট করে থাকতে হবে না। এছাড়াও চালু হলগুলোতে আধুনিক সুযোগ সুবিধার অভাব, নিম্নমানের খাবার পরিবেশন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ রয়েছে। ফলে আমাদের পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে নানান ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

হলে সিট বরাদ্দের ব্যাপারে জননেত্রী শেখ হাসিনা হলের প্রভোষ্ট প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেন, “আমরা কবে হল চালু করবো তা এখন বলা যাচ্ছে না। হলের এখনো ডাইনিং, প্রার্থনা কক্ষসহ অনেক কাঠামোগত কাজ বাকি আছে। তাছাড়া একটা হল চালাতে গেলে কমপক্ষে ৩০-৩৫ জন কর্মচারী লাগে এগুলো এখনো নিয়োগ দেওয়া হয়নি। এছাড়াও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ এখনো চলছে। এসব কিছু শেষ হলেই আমরা সিট বরাদ্দ দেওয়া শুরু করবো।” অন্যদিকে এখনো শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রভোষ্ট এখনো নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয় দফার কাজ কবে নাগাদ শেষ এই বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী মো. আবু সাইদ হোসেন বলেন, “বর্তমানে হল দুটির উর্ধ্বর্মুখি সম্প্রসারণের কাজ শুরু চলছে। ২০১৯ সালের জুন মাসে দুটি হলেরই সম্পূর্ণ কাজ শেষ হবে।”

শিক্ষার্থীদের আসন বরাদ্দের বিষয়ে জানতে চাইলে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী মো. আবু সাইদ হোসেন বলেন, “এখনও মূল হলের কাজ শেষ হয়নি। তবে মূল হলের কাজ শেষ হলে যত তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট আমরা হল দুটিতে শিক্ষার্থীদের জন্য আসন বরাদ্দ দিয়ে দেব।

উল্লেখ্য, ৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ আবাসিক হল দুটি একযোগে উদ্বোধন করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট প্রায় ২৪ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী মিলে ১২টি হলে মাত্র ৫ হাজার ৪৫টি আসন রয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইতেফাক গ্রন্থ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত